মুখবন্ধ

পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে সরকারি ও বেরসরকারি খাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন সংস্থাসমূহের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এ প্রকাশনায় ৪৯(উনপঞ্চাশ)টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনসহ ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এ সকল সংস্থাসমূহকে ১. শিল্প; ২. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি; ৩. পরিবহন ও যোগাযোগ; ৪. বাণিজ্য; ৫. কৃষি ও মৎস্য; ৬. নির্মাণ এবং ৭. সার্ভিস সেক্টর হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পরিমাণ প্রায় ১০৬৭৫.৯৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৪১টি প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে পরিচালিত এবং ৮টি প্রতিষ্ঠান লোকসানের সন্মুখীন হয়েছে। ৮টি প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ প্রায় ২৫৬০.১২ কোটি টাকা।

বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরত্ব আরোপ করেছে। দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ভাড়াভিত্তিক ও তরল জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে বিদ্যুৎ খাতে আশানুরূপ অর্জন সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে নতুন গ্যাসকূপ খনন এবং এলএনজি আমদানিসহ জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যুগোপযোগী উৎপাদন ও সেবার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকেও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণসহ শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের এ বাজেট টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
ঢাকা
১৮মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ